## দলিত আন্দোলনঃ প্যান্থার পার্টি

## বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে বর্ণ বৈষম্য বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, যা "অস্পৃশ্য" জনগণকে হিন্দূ উচ্চ বর্ণের সাথে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন থেকে বিরত রেখেছিল। অনেকে ভেবেছিলেন যে এই বৈষম্য মূলত হিন্দু ধর্মের শ্রেণিবিন্যাসের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই বর্ণটি তাই এই ধর্মের প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিল। এই শ্রেণিবদ্ধ সামাজিক কাঠামো থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রথম তাত্পর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং সেই সময়কার বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি উপায় বি. আর. আম্বেদারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তা দলিত বৌদ্ধ আন্দোলন (নব্য-বৌদ্ধ আন্দোলন নামেও পরিচিত) হিসাবে পরচিত। এটি ছিল ভারতে দলিতদের রাজনৈতিক-আন্দোলন যেখানে বৌদ্ধধর্মকে প্রতিরোধের পদ্ধতি হিসাবে রূপান্তরিত করেছিল। সত্তরের দশকে নাগরিক অধিকার এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার ব্ল্যাক প্যান্থার্স আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখক-কবি জে ভি পাওর এবং নামদেও ধসল দলিত প্যান্থার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তত্ক্ষণাত্ 25 তম স্বাধীনতা দিবসকে বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে এটিকে একটি "কালো স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। প্যান্থার পার্টি ২৯ মে ১৯৭২ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

দলিত প্যান্থার আন্দোলন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়েছিল, যখন দলিত যুবকরা এগিয়ে এসে সমস্ত দলিতকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নাগরিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করেছিল। এই আন্দোলন করেছিল যে নিম্ন বর্ণগুলি তারা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে বিনা প্রতিবাদে তারা তাদের খারাপ পরিস্থিতি গ্রহণ করতে রাজি নয়।

প্যান্থারদের কাছে দলিত বলতে বুঝিয়েছিল তফসিলি জাতি ও উপজাতির সদস্য, নব্য-বৌদ্ধ, শ্রমিক শ্রেণি, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক, মহিলা এবং তাদের সকলকেই যাদের রাজনৈতিকভাবে শোষণ করা হচ্ছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং ধর্মের নামে অবহেলা করা হচ্ছে। দলিত প্যান্থার আন্দোলনের উত্থানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল দমন ও সন্ত্রাস, যার অধীনে নিপীড়িত তপশিলি জাতিগোষ্ঠী গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করে।

দলিত প্যান্থারদের কর্মপরিকল্পনাটি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তাতে দলিতদের মুক্তি সম্পর্কিত ১৮ টি দাবি ছিল। ইশতেহারে দলীয় ও শোষক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে একত্রিত করার জন্য দলিতদের উৎসাহ প্রতিফলিত হয়েছিল।

## দলিত প্যান্থার আন্দোলন বোম্বাই, পুনা, নাসিক এবং আওরঙ্গাবাদের মতো শহরে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে বিপুল সংখ্যক দলিত জনগোষ্ঠী একীভূত ছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্যান্থার পার্টি কেবলমাত্র ডাঃ আম্বেদকরের আদর্শের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং পরে অন্যান্য রাজ্যে কমপক্ষে প্যান্থারদের একটি দল বামপন্থীদের, বিশেষত মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকতে দেখা গেছে। ১৯৭৪ সালে এই সংগঠন বিভক্ত হওয়ার পরে কিছু সদস্যেরা যেমন অরুণ কাম্বলে, রামদাস আটাওয়াল এবং গঙ্গাধর গাদের নেতৃত্বে দলিত প্যান্থার আন্দোলনকে একত্রিত করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে দলিতদের দেওয়া সংরক্ষণ ও অন্যান্য ছাড়ের সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তারা দেশের উত্তরাঞ্চলে আরও শাখা খুলে দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছে।

## শেষ অবধি, দলটি মহারাষ্ট্রের বাইরে মনোযোগ বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি শাখা খোলার মাধ্যমে একটি সর্বভারতীয় দলিত প্যান্থার্স সংস্থা গঠনের চেষ্টা করছে।

## দলিত প্যান্থারদের কয়েকটি বিশেষ সাফল্য নিম্নে উল্লিখিত হল-

## ১. দলিত প্যান্থার পার্টি দলিতদের উপর সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দিয়েছে।

## ২. তারা অস্পৃশ্যদের নিঃশব্দ এবং প্যাসিভ বলে মিথকে ভেঙ্গে দিয়েছে।

## ৩. তারা অন্যায় বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

## ৪. তারা ক্ষমতার রাজনীতি এবং রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল।

## ৫. তারা ডঃ আম্বেদকরের আদর্শ নিয়ে বিতর্কের সুত্রপাত করেছিল।

## ৬. তারা দলিতদের জন্য সরকারী প্রকল্পগুলির ব্যাকলগটি পূরণ করতে বাধ্য করেছিল।

## ৭. দলিত সাহিত্যে তারা প্রচুর অবদান রেখেছিল।

## ৮. তারা একটি নতুন সংস্কৃতি এবং পৃথক পরিচয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

## ৯. তারা "হরিজন" এবং "অস্পৃশ্য" এর পরিবর্তে "দলিত" শব্দটি জনপ্রিয় করেছিলেন।

## ১০. তারা তরুণ প্রজন্মের কল্পনাশক্তি ধারণ করেছিলেন এবং তাদের লড়াইয়ের কৌশলগুলির মাধ্যমে একটি উগ্র চিত্র পেশ করেছিল।

## উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে দলিত প্যান্থার পার্টি দলিত আন্দোলনের একটি নয়া অধ্যায় শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল।"হরিজন" বা "অস্পৃশ্য" শব্দটি থেকে যে দলিত বর্গের আলাদা একটি পরিচিতি বা identity আছে এবং সেটির যে একটি রাজনৈ্তিক গুরুত্ত্ব আছে প্যান্থার পার্টি সেটা প্রমাণ করতে অনেকটাই সফল হয়েছিল।